তামাক-কর ও দাম সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তাব: ২০২১-২২

২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

মূল দাবি
○ সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক আরোপের মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করা;
○ মধ্যমেয়াদে (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬) সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে নামিয়ে আনা;
○ বিড়ি, গুল, জর্দাসহ সবধরনের তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক আরোপের মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করা।

করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের আঘাতে দেশের স্বাস্থ্যখাতসহ সামগ্রিক অর্থনীতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে তামাকের ব্যাপক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যে তামাককে করোনা সংক্রমণ সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার তাগিদ দিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এছাড়াও তামাক ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন জটিল অসংক্রামক রোগ যেমন, হৃদরোগ, ক্যানসার, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে যা কোভিড-১৯ সংক্রমণেও ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সতর্কতা আমলে নিলে দেশে বর্তমানে প্রায় ৪ কোটি তামাক ব্যবহারকারী[1] মারাত্মকভাবে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার মানুষ অকাল মৃত্যু বরণ করে।[2] ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'ইকোনমিক কস্ট অব টোব্যাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ: এ হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি।[2]

বাংলাদেশের বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণে যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান তামাক কর পদক্ষেপ বা কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে-

এক, বাংলাদেশে সকল তামাকপণ্যের উপর মূল্যের শতাংশ হারে (ad-valorem) সম্পূরক শুল্ক ধার্য করা হয়। এছাড়াও তামাকপণ্যের ধরন (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল), বৈশিষ্ট্য (ফিল্টার, নন ফিল্টার) এবং ব্রান্ড (সিগারেটে ৪টি মূল্যস্তর যথা, নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ এবং প্রিমিয়াম) ভেদে ভিত্তিমূল্য এবং কর-হারে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একাধিক মূল্যস্তর এবং বিভিন্ন দামে তামাকপণ্য ক্রয়ের সুযোগ থাকায় তামাকের ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করেনা। করপদক্ষেপের কারণে একটি মূল্যস্তরে তামাকপণ্যের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোন পরিবর্তন ঘটলে সে তার পছন্দ (choice) সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর (switch) করতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য মূল্যস্তরের তামাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

দুই, সিগারেটে বহুস্তর বিশিষ্ট এডভ্যালুরেম করকাঠামো চালু থাকায় বাজারে অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য সিগারেট বিদ্যমান। ফলে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভোক্তা তুলনামূলকভাবে কমদামি সিগারেট বেছে নিতে পারছে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মাথাপিছু সিগারেট বিক্রি বিগত বছরগুলোতে প্রায় একইরকম রয়েছে। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস), ২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ এর তুলনায় ২০১৭ সালে সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

তিন, করের ভিত্তি এবং করহার খুবই কম হওয়ায় বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য (জর্দা ও গুল) অধিক সহজলভ্য থেকে যাচ্ছে। এছাড়াও আইন বহির্ভূত বা অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সস্তা তামাকপণ্য বিশেষ করে গুল, জর্দা, সাদাপাতা এবং বিড়ি উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ থাকায় এদের বেশিরভাগই সরকারের করজালের বাইরে রয়ে গেছে। বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ (যাদের অধিকাংশ দরিদ্র এবং নারী) ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত তামাককর পদক্ষেপ বাংলাদেশে বেশিরভাগ তামাক ব্যবহারকারী, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী নারী এবং দরিদ্র মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারছেনা। সরকারও বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে।

চার, বাজেটে করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জনগণের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেড়েছে ১১.৬ শতাংশ। অথচ সর্বশেষ বাজেটে সিগারেট বাজারের প্রায় ৭২ শতাংশ দখলে থাকা নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ৫.৪ শতাংশ। ফলে এই স্তরের সিগারেটের প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতায় কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন হবে না এবং একই সাথে ধূমপান শুরু করতে পারে এমন তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা যাবেনা।

পাঁচ, বহুজাতিক তামাক কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান। বিগত কয়েক বছর ধরেই সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হচ্ছেনা। বিশেষত উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে (সিগারেট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসে এই দুইটি স্তর থেকে) সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোকে ব্যাপকভাবে মুনাফা করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে বর্ধিত মূল্যের একটি বড় অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যায়। তামাক কোম্পানিকে এভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রদান করে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন আদৌ সম্ভব নয়।

ছয়, বাংলাদেশে নেই কোনো তামাক-কর নীতিমালা: উপেক্ষিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা। তামাকখাত থেকে রাজস্ব আহরণে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা দিকনির্দেশনা না থাকায় প্রতিবছরই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তামাক কোম্পানিগুলোর সাথে বৈঠকে বসে এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির প্রস্তাবকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ তামাকমুক্ত করার কৌশল হিসেবে তামাকের উপর বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্কনীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়নি।

---

[1] Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2018. Available at: http://www.searo.who.int/bangladesh/gatsbangladesh2017fs14aug2018.pdf
[2] The economic cost of tobacco use in Bangladesh: A health cost approach. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/tat004_factsheet_proactt_final_print.pdf

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তামাকপণ্যে কার্যকরভাবে করারোপ করা অত্যন্ত জরুরি। **এক:** তামাকপণ্য দিন দিন সস্তা থেকে আরও সস্তা হচ্ছে (চিত্র ১), ফলে এর ব্যবহার ও ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা রোধ করা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের তথ্যমতে, বিশ্বের ১৫৭টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে কমদামে সিগারেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১০২তম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিয়ানমারের পরেই বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দামে সস্তা ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়।[৩] বাংলাদেশে বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য আরও সস্তা। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) কর্তৃক রিলেটিভ ইনকাম প্রাইস (আরআইপি) পদ্ধতির মাধ্যমে সিগারেটের স্তরভিত্তিক সহজলভ্যতা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ সালে একজন ধূমপায়ীর প্রিমিয়াম, উচ্চ এবং মধ্যমস্তরে ১০০০ শলাকা সিগারেট কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র যথাক্রমে ৯.৩২, ৬.৪৬ ও ৪.১৫ শতাংশ ব্যয় হতো, সেখানে ২০১৮-১৯ সালে একই পরিমাণ সিগারেট কিনতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৬.৮৪, ৪.৮৮ ও ৩.১৩ শতাংশ। নিম্নস্তরে এই হার প্রায় একই রয়েছে। সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে প্রায় একইরকম রয়েছে।

চিত্র ১: প্রতি ১০০০ শলাকা সিগারেটের জন্য মাথা পিছু জিডিপির শতকরা অংশ*

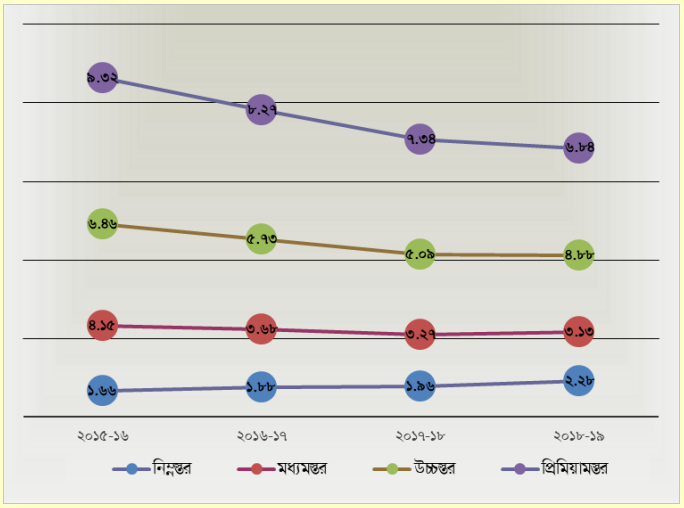

দুই: তামাক কর স্বল্পমেয়াদে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের একটি অন্যতম উৎস। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে তামাক করকে রাজস্ব আহরণের একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাস্তবতা হলো মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.২ শতাংশ (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। সুতরাং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয়ের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। **তিন:** গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের উপর কার্যকরভাবে করারোপ করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পায়। ফিলিপাইন, তুরস্ক, মেক্সিকো ও সাউথ আফ্রিকা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাউথ আফ্রিকায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সময়কালে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে ফলে সেখানে একদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠির মাঝে মাথাপিছু দিনপ্রতি সিগারেট সেবনের পরিমাণ ৪টি থেকে কমে ২টিতে নেমে এসেছে অন্যদিকে এসময়ে সরকারের রাজস্ব আয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে তামাকপণ্যে যে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে তা আরোপ করা হয় ad valorem অর্থাৎ মূল্যের শতাংশ হারে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশ তামাকপণ্যে কার্যকর করারোপে সুনির্দিষ্ট (specific) কর আরোপ করছে। সুনির্দিষ্ট কর শলাকার সংখ্যা (বিড়ি, সিগারেট) বা ওজনের (গুল, জর্দা) উপর ধার্য হয়। সুতরাং সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক প্রচলনের প্রস্তাব বিদ্যমান জটিল কর ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং তামাক কোম্পানির অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ রহিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সিগারেটের মূল্য ও কর প্রস্তাব: ২০২১-২২ অর্থবছর

সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা

- **নিম্ন স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- **মধ্যম স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ৭০ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- **উচ্চ স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ১১০ টাকা** নির্ধারণ করে ৭১.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং
- **প্রিমিয়াম স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ১৪০ টাকা** নির্ধারণ করে ৯১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

সিগারেটের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

[3] * Relative Income Price (RPI)= Per Capita GDP (in BDT) required to purchase certain amount of tobacco product.
** Cigarette price taken from government declared SRO data from year 2015-16 to 2017-18.
***Per capita GDP (in BDT) taken from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).
[4] WHO report on the global tobacco epidemic 2019. Available at: https://www.who.int/tobacco/global_report/en/

মধ্যমেয়াদে (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬) সিগারেটের ব্রান্ডসমূহের মধ্যে দাম ও করহারের ব্যবধান কমিয়ে মূল্যস্তরের সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে নামিয়ে আনা

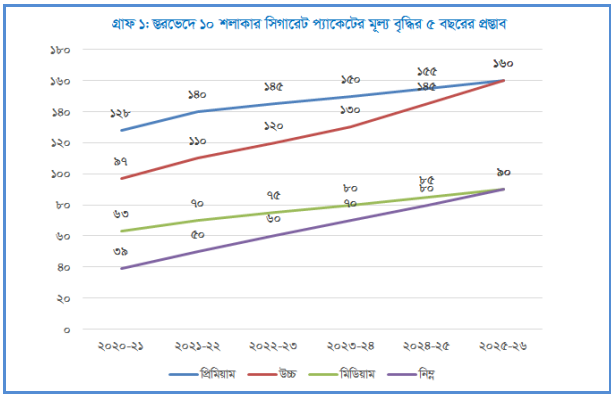

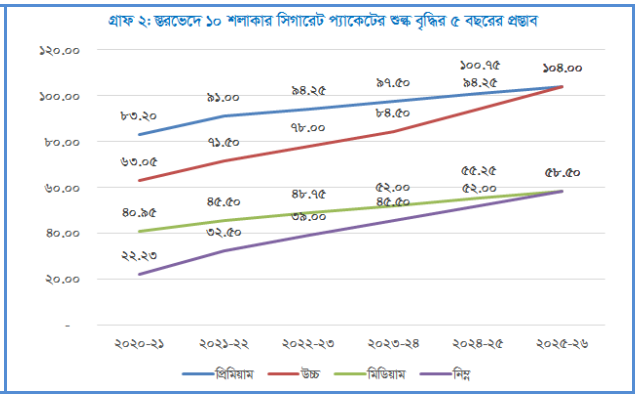

বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব: ২০২১-২২ অর্থবছর

বিড়ি: ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এরফলে উভয় ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের হার হবে চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৪৫ শতাংশ। বিড়ির খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য (জর্দা ও গুল): প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এরফলে জর্দা ও গুলের ওপর সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের হার হবে চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬০ শতাংশ। জর্দা ও গুলের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

ফলাফল

- সিগারেট থেকে সম্পূরক শুল্ক, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এবং ভ্যাট বাবদ ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, অর্থাৎ সিগারেট খাত থেকে ১২ শতাংশ বাড়তি রাজস্ব আয় হবে। সিগারেটের ব্যবহার ১৫.১% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪.১% হবে। প্রায় ১১ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে এবং ৮ লক্ষাধিক তরুণ ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে। দীর্ঘমেয়াদে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার বর্তমান ধূমপায়ী এবং ৪ লক্ষ তরুণের অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে।
- বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে এসব পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করবে এবং একইসাথে সরকারের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

সুপারিশসমূহ

১. তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে;
২. করারোপ প্রক্রিয়া সহজ করতে তামাকপণ্যের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন (সিগারেটের মূল্যস্তর, ফিল্টার/নন ফিল্টার বিড়ি, জর্দা ও গুলের আলাদা খুচরা মূল্য প্রভৃতি) তুলে দিতে হবে;
৩. সকল ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীকে করজালের আওতায় নিয়ে আসতে হবে;
৪. পর্যায়ক্রমে সকল তামাকপণ্য অভিন্ন পরিমাণে (শলাকা সংখ্যা এবং ওজন) প্যাকেট/কৌটায় বাজারজাত করা;
৫. একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে;
৬. তামাকপণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক পুনর্বহাল করতে হবে।

প্রস্তাবিত তামাক কর সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, যা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্যখাত ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে অর্থায়ন করতে পারবে। এটি সরকার এবং জনগণ উভয়ের জন্যই লাভজনক। পাশাপাশি উল্লিখিত বাজেট প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম হবে।